Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হোসনেয়ারা বেগম

রোলঃ 227020363

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হোসনেয়ারা বেগম

রোলঃ 227020363

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হোসনেয়ারা বেগম, আইডিঃ 227020363 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

হোসনেয়ারা বেগম

(স্বাক্ষর)

হোসনেয়ারা বেগম

আইডিঃ 227020363

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ কথা ৫

ভূমিকা..৫

ঈমানের ক্ষেত্রে নেক সুরতে শয়তানী ধোঁকা.......................................৬

কোরআন শেখার ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা ৮

জামাতের সাথে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা,................................১০

গীবত করার ক্ষেত্রে ধোঁকা...১৩

ধনসম্পদ দান করার ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা...১৮

সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা ১৯

নারীদের কে শয়তানের ধোঁকা...২৬

প্রযুক্তি ব্যবহারে শয়তানের ধোঁকা ২৮

দোয়া কবুল হওয়া নিয়ে শয়তানের ধোঁকা ২৯

সাধারণ মানুষকে শয়তানের ধোঁকা...৩৩

হকের বিষয়ে শয়তানের নেক সুরতে ধোঁকা..৩৫

পর্দা করা নিয়ে শয়তানের নেক সুরতে ধোঁকা...৩৬

শয়তানের ধোঁকায় পরিবার ব্যবস্থা ৩৮

তথ্যসূত্র ৩৮

প্রসঙ্গ কথা

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তায়ালার দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া,তিনি আমাদেরকে তাঁর বান্দা ও মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে কবুল করেছেন; আর আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন এমন এক দ্বীন,যা বাড়াবাড়ি-ছাড়ছাড়ি থেকে মুক্ত।

করীয়তের মৌলিক অংশগুলো সুস্পষ্ট ।তবে শরীয়তে এমন কিছু বিষয় আছে যা মৌলিক অংশর মতো স্পষ্ট নয়।শয়তান আমাদের সামনে সে বিষয় গুলোকে নেক সুরতে পেশ করে থাকে ।ফলে আমারা বেশির ভাগ ধোঁকায় পড়ে যাই।শয়তান ধোঁকা দেয় এটা করলে কিছু হবে না এটা গুনাহের কাজ না,কিন্তু পরে দেখা যায় এটাই ছিল বড় গুনাহের প্রবেশ দ্বার।তাই এ বিষয়ে জানা আমাদের জন্য জরুরি।

শুকরিয়া আল্লাহ তায়ালার তিনি আমাকে "নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা" এ বিষয়ে গবেষণা শেষ করার তাওফিক দিয়েছেন।সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ,তাঁর পরিবার ,তাঁর সাহাবাগণের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)উপর।

ভূমিকা

মানুষ সৃষ্টির সূচনা থেকে শয়তানের আত্নপ্রকাশ হয়।সে সদা তৎপর থাকে মানুষকে গুনাহে লিপ্ত করতে। শয়তান মানুষের বড় শত্রু। আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তায়ালা শয়তান সর্ম্পকে কুরআনে বার বার সর্তক করে বলেছেন

لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

A_©t আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ¨ kÎæ|(m~iv evKviv - 168)

সে আদম সন্তানের পরিবেশ নষ্টে নিজের জীবন উৎর্সগ করেছে।শয়তান মানুষকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের র্নিদেশ দেয়।আল্লাহ তায়ালা বলেন

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

সে তো এ নির্দেশই তোমাদিগকে দেবে যে, তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে থাক এবং আল্লাহর প্রতি এমন সব বিষয়ে মিথ্যারোপ কর যা তোমরা জান না। (m~iv evKviv-169)

ইবলিস শয়তান সর্বদা মানবজাতিকে ধোঁকা ও প্রবঞ্চিত করায় সচেষ্ট থাকে। মানুষ সৎ পথে যেতে চাইলেও সে তাকে অসৎ পথে যেতে প্রলুব্ধ করে। গুনাহের কাজেকে তার সামনে মোহনীয় করে তোলে।সাজিয়ে-গুজিয়ে এমনভাবে উপস্থাপন করে,যেন এটাই সবচেয়ে ভালো কাজ। এককথায়,বনী আদমকে পথভ্রষ্ট

করাই ইবলিস শয়তানের মূল মিশন ও ভিশন। শয়তানের কাজই হলো মানবজাতিকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টকরণে নিজেকে সর্বাত্মক নিয়োজিত রাখা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

ÔÔ শয়তান তোমাদেরকে অভাব অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, myweÁ|ÕÕ(myiv evKviv - 268)

শয়তান সর্বদা মারবজাতির নফসের ওপর ছড়ি ঘোরানোর চেষ্টা করে। নফস সৎ পথে যেতে চাইলে ও সে তাকে অসৎ পথে যেতে প্রলুব্ধ করে।গুনাহের কাজকে তার সামনে মোহনীয় করে তোলে।সাজিয়ে-গুজিয়ে এমনভাবে উপস্থাপন করে,যেন ওটাই সবচেয়ে ভালো কাজ। এককথায়, বনী আদমকে পথভ্রষ্ট করাই ইবলেস শয়তানের মূল মিশনও ভিশন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ,

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

ÔÔ সে বললঃ হে আমার পলনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথ ভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথ ভ্রষ্ঠ করব'' । (সুরা হিজর-৩৯)

মানুষের চলার পথ কখনোই মশৃণ হবেনা,বরং তাতে থাকবে নানা বাঁধা বিপত্তি,নানা রং বাহারী প্রবঞ্চনা,আর জানা অজানা কত গুনাহের সমাহার ।এত সব মাড়িয়ে পৌছাতে হবে রবের সান্নিধ্যে ।এ পথে চলতে প্রতিটা পদক্ষেপ ফেলতে হবে সর্তকতার সাথে, প্রতিটা কাজ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে শয়তানের কোনো ধোঁকা আছে কি না ।জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করতে হলে আমাদেরকে আমাদের শত্রু থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সর্তক থাকতে হবে।

ঈমানের ক্ষেত্রে নেক সুরতে শয়তানী ধোঁকা

ঈমান এক মুল্যবান সম্পদ, ঈমানহীন দেহ লাশের মতোই, যার ঈমান নেই তার কিছুই নেই।ঈমান হতে হবে নির্ভেজাল তাতে কোন শিরকের ছিটেফোঁটা থাকবে না।ঈমানের ক্ষেত্রে কোন শরীক গ্রহনযোগ্য নয়।জাহেলি যুগের মানুষরাও আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখত কিন্তু তাদের ঈমান ছিল শিরক মিশ্রিত,তারা মূর্তি দেরকে আল্লাহর সাথে নৈকট্যর মাধ্যম ভাবত।

ইমান আল্লাহ তায়ালার কাছে গ্রহণযোগ্য নয় কিন্তু শয়তান কখনো চাইবেনা বান্দা জান্নাতে চলে যাক। সে তো মানুষকে সীরাতে মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েই এই পৃথিবীতে আগমন করেছে। সুযোগ পেলে হ্যাঁচকা টান দিয়ে তাকে সিরাতে

মুস্তাকিন থেকে পথচ্যুত করে দেবে। এজন্য শয়তান বান্দাকে ঈমানের ব্যাপারে মারাত্মক ধোঁকায় ফেলে দেয় শয়তান প্রথমত বান্দার মনে এটা ঢুকিয়ে দেয় যে, ঈমান পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত একবার ঈমান আনলে বা পৈত্রিক সূত্রে একবার পেলেই হল, তা আর কখনো বিনষ্ট হয় না।

শয়তানের এই ধোঁকায় বেশিরভাগ সাধারণ লোকেরাই পড়ে।এমন কি কেউ কেউ তো বলেই ফেলে,' নামাজ না পড়লে কি হবে ঈমান ঠিক আছে | নামাজ হলো ঈমানের অন্যতম পরিচয়। হাদিস দ্বারা বোঝা যায় নামাজ হলো ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্য|

শয়তান মানুষকে ধোঁকায় ফেলে রাখে আরে বাপ দাদার সূত্রের মুসলমান তো হয়েই আছি ;ঈমান আবার কিভাবে ঠিক করে? আমি তো আর মূর্তি পূজা করিনি অন্য কাউকে রব বলে স্বীকার করিনি।

ঈমানের ক্ষেত্রে এই ধোঁকা মানুষের ঈমানের পরিচর্যার ব্যাপারে গাফেল করে দেয় এ গাফলতি তাকে ঈমানহীন করে জাহান্নামে নিয়ে নিক্ষেপ করে।

অনেকে অসৎ বন্ধুর পাল্লায় পড়ে নামাজ কাজা করে থাকে ।কেউ আবার ফরজ হুকুম গুলো নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন,

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً

ÔÔসৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ মিস্ক বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপরের ন্যায়। আতর বিক্রেতাদের থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসবে না। হয় তুমি আতর খরিদ করবে, না হয় তার সুঘ্রাণ পাবে। আর কর্মকারের হাপর হয় তোমার ঘর অথবা তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে।ÕÕ(সহীহ বুখারী --2101)

পর্দা একটি ফরজ বিধান, কিন্তু মানুষ এটাকে কটক্ষ করে কথা বলে, এমনকি কেউ পর্দা শুরু করলে উঠে পড়ে লাগে তাকে এই বিধান মানা থেকে সরে আসতে। শয়তান তাদেরকে এগুলোর বিষয়ে শীথিলতার পথ অনুসরণ করায়।

অনেকে তো এমনও বলে নামাজ জীবনে একদিন পড়ব, মৃত্যুর আগে একদিন পড়ে আল্লাহর কাছে মাফ চাইব, কতটা মূর্খ থাকলে মানুষ এমন কথা বলে।শয়তান তাদের কে এটা

বোঝায় যে, আল্লাহ তো দয়ালু তার কাছে মাফ চাইলে করে দিবেন তাই একদিন চাইলেই তো হলো।

শয়তানে এহেন চক্রান্ত থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, ঈমান যেন শয়তান ফাটল তৈরী করতে না পারে তার জন্য ঈমানকে পরিচর্যা করতে হবে।ঈমান বৃদ্ধির জন্য দ্বীনি মজলিস গুলোতে যেতে হবে সৎ মানুষদের সহবতে থাকতে হবে।

দ্বীনি মজলিস গুলো মানুষের জন্য ঈমানী শক্তির উৎস। এখানে গেলে অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ হয়।কিছু দিন পর আবার যখন অন্তর ঈমানী দূর্বলতায় আচ্ছন্ন হয় তখন আবার এ সমস্ত মজলিসে গেলে অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ হয়। এ জন্য দ্বীনি মজলিসগুলোতে বারবার যাওয়া চাই।

কোরআন শেখার ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা

বিশুদ্ধভাবে কোরআন শেখা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।
হাদিসেএসেছে,
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ

যে কুরআন শরীফ শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয় সে-ই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বুখারী|

সমস্ত কুরআন শরীফ না পড়তে পারলেও যতটুকু পড়–ক না কেন ততটুকুতেই বড় ফযীলত ও অতি বড় নেয়ামত। হাদীসে আছে

اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَّهٗ اَجْرَانِ.
بخارى

যে ব্যক্তি স্পষ্টভাবে অনায়াসে কুরআন শরীফ পড়তে পারে সে ব্যক্তি ঐ সমস্ত ফেরেশতাদের সঙ্গী হবে, যাঁরা বড়ই পবিত্র, বড়ই সম্মানী এবং যারা লোকের আমলনামা লিখেন। আর যে

ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়ে, কিন্তু মুখে বাধবাধ ঠেকে এবং বড়ই কঠিন বোধ করে, সে-ও দ্বিগুণ সওয়াব পাবে |

দ্বিগুণ সওয়াবের কারণ এই যে, শুধু পাঠ করার জন্য এক সওয়াব পাবে, আর পড়ার সময় কষ্টের কারণে যে বিরক্ত হয়ে পড়া ক্ষান্ত না করে পড়তে থাকে, তজ্জন্য আর একটি সওয়াব পাবে। -বুখারী শরীফ

যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ ভালমত পাঠ করতে না পারা সত্ত্বে¡ও বিরক্ত হয়ে পাঠ ছেড়ে দেয় না, তার জন্য এই হাদীস কত বড় খোশখবরী (সুসংবাদ) দেওয়া হয়েছে যে, তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে। অন্য হাদীসে আছে-

اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِه شَىْءٌ مِّنَ الْقُرْاٰنَ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ .ترمذي

যার সিনার মধ্যে (অন্তরে) একটুও কুরআন নাই, সে যেন একখানা উজাড় ঘর-তিরমিযী
কোনো মুসলমানের অন্তরই কুরআন শূণ্য থাকা চাই না। হাদীসে আছে-

مَنْ قَرَأَ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهٗ بِهٖ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لَا اَقُوْلُ الٓمٓ حَرْفٌ بَلْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ .ترمذي

যে ব্যক্তি (আল্লাহর কিতাব) কুরআন শরীফের একটি অক্ষর পড়ে, সে একটি নেকি পায়, আর প্রত্যেক নেকি দশ নেকির সমান (এই হিসাবে প্রত্যেক অক্ষরে দশ নেকি করে পাওয়া যায়)। আমি এ কথা বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম এক অক্ষর; বরং আলিফ এক অক্ষর,লাg এক অক্ষর এবংমীম এক অক্ষর। -তিরমিযী
অন্য আরেক হাদিসে এসেছে,

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَظْهَرَهٗ فَاَحَلَّ حَلَالَهٗ وَحَرَّمَ حَرَامَهٗ اَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِىْ عَشَرَةٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارَ

যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়বে এবং তা হিফজ করবে এবং তার হালালকৃতকে হালাল ও হারামকৃতকে হারাম জেনে চলবে,আল্লাহ তাকে বেহেশতে স্থান দিবেন এবং তার আত্মীয়বর্গের মধ্য হতে দশজন লোকের জন্য তার সুপারিশ গ্রহণ করবেন যাদের জন্য দোযখ সাব্যস্ত হয়ে ছিল।-তিরমিযী

অনেকে কোরআন শিখতে চাইলেও শয়তান বাধাঁ দেয়।সে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে হরফগুলো অনেক কঠিন,আমার মুখে আসে না ,জিহ্বা ঘুরে না, মনে থাকে না ,বয়স হয়েছে আমি পারব না এ রকম নানা ধোঁকা দিয়ে কোরআন থেকে দূরে রাখে।

কোরআন শেখার ক্ষেত্রে নারীদের কে নেক সুরতে ধোঁকা দেয়।সাধারণত নারীরা নারীদের কাছে কোরআন শিখতে যাবে ,কিন্তু তারা সুর,ছন্দ করে পড়ানো গায়রে মাহারাম পুরুষের কাছে পড়তে আগ্রহী হয়।দল বেধেঁ নারীরা বের্পদায় পুরুষের কাছে কোরআন শেখে।এক ফরজ আদায় করতে গিয়ে আরেক ফজর লজ্ঘন করে।এতে ফেতনায় পরার আশংকা থাকে।যদি নারী শিক্ষিকা না পাওয়া যায় ক্ষেত্রে ইসলামে বিধি নিষেধ আছে।কিন্তু শয়তান নেক সুরতে ধোঁকা দেয় ফেতনার পথে চালিত করে।সরল মনা নারীরা এ ধোঁকা ধরতে পারে না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে শয়তানি ধোঁকা থেকে হেফাজত করুন এবং সর্তক থাকার তাওফিক দান করুন।

জামাতের সাথে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা,

ঈমানের পরে নামাজ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল।শরীয়ত যেমন গুরুত্বের সাথে নামাজের ফজীলতের বিষয় তুলে ধরেছে, wVক তেমনই খুবই গুরুত্ব সহকারে নামাজ ত্যাগ কারার ভয়াবহতা ও পরিনতির কথাও তুলে ধরেছে।একাধিক হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, নামাজ হচ্ছে ঈমানের পরিচায়ক। কিন্তু শয়তান বান্দা কে নামাজের ব্যাপারে কঠোর ধোঁকায় ফেলে দেয়।প্রথমে তাকে জামায়াতে নামাজ পড়া থেকে গাফেল করে দেয়।জামাতের গুরুত্ব থেকে উঠিয়ে দেয়।সামান্য মাথা ব্যথা বা কোমোর ব্যথার জন্য সে জামাতে উপস্থিত হয় না।অথচ এ জাতীয় বিষয় কোন ভাবেই শরীয়তের ওজর হিসেবে গন্য হতে পারে না।শয়তান তাকে ধোঁকা দেয় -আরে, অসুস্থ অবস্থায় মসজিদে না যাওয়ার অনুমতি আছে,সবসময় তো মসজিদেই নামাজ পড়ি, আজ না হয় আাসায় নামজ পড়লাম।অথচ দেখা যাবে এই মাথা ব্যথা আর কোমর ব্যথা নিয়ে দিব্য বাজারে,ঘোরাঘুরি করছে।এমন করতে করতে এক পর্যায়ে তাট থেকে নামাজ ছুটে যাওয়া শুরু হয়।

জামাতে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব বর্ণনা করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. ً

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জামা’আতে সালাতের ফযীলত একাকী আদায়কৃত সালাত অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশী।(সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৬৪৫)

কেউ কেউ আবার এমন আছেন যে কাজের তাড়া দেখিয়ে জামায়াতে নামাজ পড়েন না,।ওয়াক্ত হয়ে যায় আজান দেয় তার বলে আরে মাত্র আজান দিল পরে কাজ শেষ করে পড়ব।জামায়তে নামাজ তো ছুটে যায়ই বরং নামাজ টাই কাজা করে ফেলে।এখানেও শয়তান ধোঁকা দেয়,আরে কাজ টা শেষ করেই যা পরে নামাজ পড়ে নেওয়া যাবে,পরে মসজিদে না গিয়ে বাসায় নামাজ পড়ে ফেলে, এভাবেই নামাজের ক্ষেত্রে শয়তান শিথিলতা প্রর্দশন করায়।

এভাবেই শয়তান জামায়াতে নামাজ পড়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

হাদিসে বর্ণিত আছে,

«مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْـمَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْـجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْـمَسْجِدِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ».

"যে ব্যক্তি ভালোভাবে অযু করে ফরয সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে গিয়ে মানুষের সাথে অথবা জামা'আতে অথবা মসজিদে সালাত আদায় করলো আল্লাহ তা'আলা তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন ।
(সহিহ মুসলিম, হাদীসনং,২৩২)

অনেকে এমনও আছেন যে বাসায় মেহমান এলে তাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যান, নামাজের ওয়াক্ত হয়ে যায় খেয়ালও থাকে না,আবার মেহমানদেরকে নিয়ে নামাজ পড়তে যাবে সেটাও করেন না, বরং তাদের সাথে গল্প আড্ডায় সময় শেষ করে মসজিদে যান নামাজ পড়তে,কেউ কেউ তো মেহমানের সাথে এক বেশ ধরে নামাজই ছেড়ে দেন।

হাদীসে এসেছে,

إِنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى"

নিশ্চয়ই মানুষের একাকী নামায হতে দুইজনের একত্রে নামায আদায় করা অধিক উত্তম এবং দুইজনের একত্রে নামায অপেক্ষা তিনজনের একত্রে নামায আদায় করা আরও অধিক উত্তম। এর অধিক জামাআতে যতই লোক বেশী হবে, ততই তা মহান আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়। (সুনানু আবী দাঊদ,৫৫৪)

জুমাবারেও মসজিদে তেমন লোকজন জামাতে আসে না জুমার নামাজ পড়তে, হাতে গোনা কিছু মানুষ জামাতে শরীক হন, শয়তান এমানুষ গুলোকে ধোঁকায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে,মসজিদের পাশ দিয়েই যায়,আজান হয় তবু তারা নামাজের জন্য জামাতে শরীক হন না, দুনিয়াবি কাজে ডুবে থাকে,

হাদীসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"ওই ব্যক্তির কাজ একেবারেই জুলুম, কুফরও মানাফিকী,যে মুয়াজ্জিনের আহ্বান শুনেও মসজিদে হাজির হয় না।''(মুসনাদু আহমাদ, ১৫৬২৭)

অনেকে সারা রাত নফল ইবাদত করে সকালে ফজরের জামায়াত ধরতে পারেন না ঘুমের চাপে।এটা শয়তানের নেক সুরতে ধোঁকা।

কেউ যদি এতটাই মারাত্মক অসুস্থ হয় যে,মসজিদে যাওয়ার কোনো শক্তিই তার নই,তখন শরীয়ত তাকে বাসায় নামাক পড়ার অনুমতি দেয়।সাহবী,তাবিয়ীন,তাবি,তবিয়ীনদের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়,তাঁরা অন্যের কাঁধে ভর দিয়েও জামাতে শরীক হতেন। অন্ধ ব্যক্তি অন্যের সাহায্যে নিয়েও জামাতে শরীক হতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও জামাতে শরীক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।সালাফ গন জামাতে অনুপস্থিত থাকাকে মুনাফিকীর কারণ মনে করতেন।বিখ্যাত বুজুর্গ ইবরাহীম নাখয়ী রহঃ বলেন," একজন ব্যক্তির নিফাকের জন্য এ আলামতই যথেষ্ট যে, সে মসজিদের প্রতিবেশী হওয়া সত্বেও তাকে মসজিদে দেখা যায় না।"

তাই জামাতে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে আমাদেরকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে যত্নবান হতে হবে।জামাতে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে সামান্য। শৈথিল্য প্রদর্শনের সুযোগ দ্বীন ইসলামে নেই।এ ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকার ব্যাপারে আমাদের কে সদা সতর্ক থাকতে হবো।কারণ শয়তান প্রথমে বিভিন্ন ইবাদতে আমাদের ভিতর শৈথিল্য সৃষ্টি করে,এটপর আমাদেরকে ওই ইবাদত থেকে মাহরুম করে দেয়।

অনেকে তো এমন যে,ইমামের মতের সাথে তার মত না মিললে বা কোন কারনে ইমামের সাথে কথা কাটাকাটি হয়েছে তাহলে আর ওই Bমামের পিছনে নামাজ পড়ে না, তার পিছ‡b নামাজ না পড়ে বাড়িতে নামাজ পড়ে নেয়, শয়তান এখানে ধোঁকা দিয়ে জামাত থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।শয়তানের ধোঁকার বিষয়ে খেয়েল না রাখলে সে আমাদের আমলকে ধ্বংস করে দিবে।যা জাহান্নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে |

গীবত করার ক্ষেত্রে ধোঁকা

গিবত (غيبة) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো- পরনিন্দা করা, দোষচর্চা করা, পেছনে সমালোচনা করা, কারও অনুপস্থিতিতে তার দোষগুলো অন্যের সামনে তুলে ধরা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :»أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟« قَالُوا :اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ :»ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ« قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ :»إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ«

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম বলেছেনঃ তোমরা কি জান, গীবত কি? তাঁরা বললেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ গীবত হল তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে এমন কিছু আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। প্রশ্ন করা হলঃ আমি যা বলেছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থেকে থাকে, তাহলে আপনি কি বলেন? তিনি বললেনঃ তুমি তার সম্পর্কে যা বলেছ তা যদি তার মধ্যে থাকে, তাহলেই তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে, তাহলে তো তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ করলে|

{সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৫৮৯, ৭০, সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস নং-১১৪৫৪, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৫৭৫৮, শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং-৬২৯৩, মুজামে ইবনে আসাকীর, হাদীস নং-১৪১৭, সুনানে কুবরা লিলবায়হাকী, হাদীস নং-২১১৬৩}

গীবত এখন সমাজে মহামারী ব্যধিতে ধারণ করেছে ।দুজন মানুষ এক জায়গায় হলেই শুরু হয়ে যায় অন্যের দোষ চর্চা ।রাস্তা-ঘাটে,হাটে-বাজারে,স্কুল-কলেজে ,ঘরে বাইরে সর্বত্র গীবতের সয়লাব।

গীবত করা কবীরা গোনাহ। এটি হারাম। তাই এটি শোনাও হারাম। কারণ যে কাজ করা হারাম। সে কাজ করতে সহযোগিতা করাও হারাম।

কারণ যে শুনছে, সে যদি না শুনতো, তাহলে গীবতকারী গীবত করতে পারে না। যদি যে শ্রোতা সে যদি বাঁধা দেয়, তাহলে গীবতকারী গীবত করতে পারে না। তাহলে শ্রোতা শোনার দ্বারা গীবতকারীকে গীবতের মত কবীরা গোনাহ করতে সহযোগিতা করছে। আর গোনাহের সহযোগিতা করাও নিষিদ্ধ। তাই উভয় কাজই নিষিদ্ধ ও হারাম।

কোরআনে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তায়ালা গীবতের বিষয়ে সর্তক করে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ [٤٩:١٢]

মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। {সূরা হুজুরাত-১২}

অন্য আয়াতে এসেছে,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ, {সূরা হুমাজা-১}

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [٥:٢]

সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা। [সূরা মায়িদা-২]

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ [٦:٦٨]

যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আয়াত সমূহে ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়,যদি শয়তান আপনাকে ভূলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর জালেমদের সাথে উপবেশন করবেন না। [সূরা আলআনআম-৬৮]

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا [٤:١٤٠]

আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ তা' আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ দোযখের মাঝে মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন। [সূরা নিসা-১৪০]

শয়তান এখানে চমকপ্রদ ধোঁকা দেয়।গীবত করতে বাধাঁ দিলে তারা বলে আমরা তো সত্য কথা বলতেছি,এতে গুনাহ হবে কেনো?

গীবত করলে বান্দার হক্ক নষ্ট হয়।আর কেউ বান্দার হক্ক নষ্ট করলে আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না উক্ত বান্দা ক্ষমা করে দিচ্ছে|

কিন্তু যদি হক্ক নষ্ট কারী ঐ বান্দা পরবর্তীতে খালিছ নিয়তে তাওবাহ করে ফেলে।এবং আল্লাহর দয়া হয়ে যায়।তাহলে আল্লাহ তা'আলা সে বান্দা কে খুশী করে দিবেন যার হক্ক দুনিয়াতে নষ্ট হয়েছিলো।

গীবতের গুনাহ খুবই মারাত্মক।

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

عَنْ أَبِي سَعْدٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَا :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا "، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ : "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِي فَيَتُوبُ فَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ "وَفِي رِوَايَةِ حَمْزَةَ "فَيَتُوبُ فَيَغْفِرُ لَهُ، وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ

হযরত আবু সাঈস এবং জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাঃ থেকে বর্ণিত। উভয়ে বলেন, রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেনঃ গীবত করা ব্যভিচার করার চেয়েও জঘন্য। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! গীবত করা ব্যভিচারের চেয়ে জঘন্য হয় কি করে? রাসূল সাঃ বললেনঃ নিশ্চয় ব্যভিচারকারী ব্যভিচার করে তওবা করে থাকে, ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, কিন্তু গীবতকারীকে ক্ষমা করা হয় না, যতক্ষণ না যার গীবত করেছে সে তাকে ক্ষমা করে। {শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং-৬৩১৫, আলমুজামুল আওসাত, হাদীস নং-৬৫৯০}

সুতরাং মানুষের মধ্যে যে দোষ আছে এবং যার চর্চা সে অপছন্দ করে তা আলোচনা করাই গীবত। চাই সে দোষ তার শরীর সংক্রান্ত হোক কিংবা দীন ও চরিত্র বিষয়ক হোক কিংবা আকার-আকৃতি বিষয়ক হোক। গীবত করার আঙ্গিক বা ধরণও নানা রকম রয়েছে। যেমন, ব্যক্তির দোষ আলোচনা করা, বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে তার কর্মকাণ্ড তুলে ধরা ইত্যাদি।

আল্লাহ পাকের নিকটে গীবত বড়ই কদর্য ও খারাপ কাজ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ গীবতের ব্যাপারে খুবই উদাসীনতা দেখিয়ে থাকে। এজন্য গীবতের ভয়াবহতা প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ» الْمُسْلِمِ

সূদের (পাপের) ৭৩টি দরজা বা স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নতম স্তর হচ্ছে স্বীয় মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া তুল্য পাপ এবং ঊর্ধ্বতম স্তর হলো কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তার এক ভাইয়ের মান-সম্ভ্রমের হানি ঘটানোতুল্য পাপ|ÕÕ

(ত্বাবরাণী; সিলসিলা সহীহুল হাদীস নং ১৮৭১)

যে মজলিসে কারও গীবত করা হয় সেখানে যে ব্যক্তিই উপস্থিত থাকুক তাকে তা নিষেধ করা ওয়াজিব। যে ভাইয়ের গীবত করা হয় তার পক্ষ নিয়ে সাধ্যমত তাকে সহযোগিতা করাও আবশ্যক। সম্ভব হলে ঐ মজলিসেই গীবতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের মান-সম্ভ্রমের বিরুদ্ধে কৃত হামলাকে প্রতিহত করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার থেকে জাহান্নামের আগুনকে প্রতিহত করবেন।

(মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৭৫৮৩; তিরমিযী, হাদীস নং ১৯৩১)

এ মারাত্মক এবং ভয়াবহ কবীরা গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

নিম্নের কয়েকটি বিষয় গুরুত্ব সহকারে খেয়াল রাখলে গীবত থেকে বেচেঁ থাকা সম্ভব|

(১)গীবতকে পরিত্যাগ করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।

(২)তরকে গীবতকে ভালোভাবে আকড়িয়ে ধরা।

হাদীসে বর্ণিত নিম্নোক্ত দু'আটি পড়া।

(اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ مِن شرِّ سمعي، ومِن شرِّ بصَري، ومِن شرِّ لِساني، ومِن شرِّ قلبي، ومن شرِّ مَنيِّي يَعني فرجَهُ)

আল্লাহুম্মা ইন্নি আ'উযু বিকা মিন শার্রে সামঈয়ী,ওয়া মিন শার্রে বাসারি,ওয়া মিন শার্রে লেসানি,ওয়া মিন শার্রে ক্বালবি,ওয়া মিন শার্রে মানিয়্যি

অর্থ- হে আল্লাহ আমি আমার কর্ণ, চক্ষু, জবান,ক্বলব,এবং লজ্জাস্থানের খারাবি থেকে পানাহ চাই।

(৩) গীবত কে সগিরা গোনাহ মনে না করা,বরং এটাকে শক্ত পর্যায়ের কবিরা গোনাহ মনে করা।মনে ককরা যে,এই গিবত এমন গোনাহ যা গীবতকারীকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।এজন্য এই গীবত থেকে আমাকে বাঁচতে হবে।এমন মনোভাব অন্তরে লালন করা।

(৪) জবানকে সংরক্ষণ করার উপর আগ্রহকে বৃদ্ধি করা।

(৫) মন্দ সাহচর্য পরিত্যাগ করা,যা মানুষকে ধংসের ধারপ্রান্তে নিয়ে যায়।রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন,

(المرءُ على دينِ خليلِه فلْينظرْ أحدُكم من يخاللُ)

মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের উপর থাকে।সুতরাং মানুষ কাকে বন্ধরূপে গ্রহণ করছে, সেদিকে যেন সে গভীরভাবে দৃষ্টি দেয়।

(৬) আল্লাহ তা'আলার যিকিরে নিজেকে সর্বদা ব্যাস্ত রাখা।

(৭) নিজের দোষত্রুটির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়া।

কখনো গীবত হয়ে গেলে সাথে সাথেই তাওবাহ করে ‡bIqv ।

ধনসম্পদ দান করার ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা

মানুষের জন্য ধন-সম্পদ মহাপরীক্ষা। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ফিতনা হচ্ছে ধন-সম্পদ।সম্পদের মাধ্যমে মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারে। আবার এর অপব্যবহারের ফলে সে জাহান্নামের ইন্ধন হবে। সম্পদ তাই বাস্তবিকই এক মহা ফিতনা। এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েই মহান আল্লাহ বলেন,

নিশ্চয়ই তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তানরা হচ্ছে ফিতনা বা পরীক্ষা।আর আল্লাহর কাছে আছে মহা পুরস্কার। (সুরা আনফাল, আয়াত : ২৮)

কাব বিন gyয়াজ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, প্রত্যেক উম্মতের জন্য ফিতনা আছে। আর আমার উম্মতের ফিতনা হচ্ছে সম্পদ। (সিলসিলাহ সহিহাহ, হাদিস : ৫৯২) তবে যারা আল্লাহভীরু এবং যারা সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে তাদের জন্য তা কখনো ফিতনা নয়।কেননা তারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ধন-সম্পদ উপার্জন ও বিলি-বণ্টন করে। দুনিয়ার জন্য দুনিয়া নয়, বরং আখিরাতের জন্য দুনিয়া অর্জন করে। এমন মানুষ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

অতঃপর যে ব্যক্তি দান করে ও আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য বলে বিশ্বাস করে, অচিরেই আমি তার জন্য সহজ করে দেব সরল পথ (জান্নাতের পথ)।(সুরা লায়ল, আয়াত : ৪-৭)

অনসম্পদ দান করা নিয়ে মানুষকে শয়তান ধোঁকা দেয়।অপ্রয়োজনীয় কাজে সম্পদ খরচ করতে শয়তান মানুষকে উৎসাহ দিয়ে থাকে।কিন্তু দান করতে চাইলে শয়তান নানা কথা বলে দান করা থেকে বিরত রাখে।কখন সওয়াবের জন্য দান করলেও শয়তান সেটাকে রিয়ার পর্যায়ে নিয়ে যায়। শয়তানের সুক্ষ্ম ধোঁকা থেকে আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে।আল্লাহ আমাদের কে শয়তানের ধোঁকা থেকে হিফাজত করুন ,আমিন।

সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা

ধন-সম্পদ আর সন্তান-সন্তুতি আল্লাহর দেওয়া শ্রেষ্ঠ আমানত। মহান আল্লাহ মানুষকে দেওয়া শ্রেষ্ঠ আমানত সন্তানাদি ও ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (বুখারি ৭১৩৮)

আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার আগে কোরআন-সুন্নাহর দিকনির্দেশনায় সন্তান-সন্তুতিদের লালন-পালনকরা জরুwi

শিশু সন্তানের পরিচর্যা ও প্রতিপালন, তাদের সঠিক তালীম-তরবিয়ত করা পিতামাতার দায়িত্ব। বিশেষত আয়-উপার্জন এবং সাংসারিক তাকিদে পিতার অধিকাংশ সময় বাহিরে অবস্থানের কারণে মায়ের ভূমিকা এক্ষেত্রে বেশি। এ দায়িত্ব শরীয়ত কর্তৃক তার প্রতি অর্পিত। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

كُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ، وَالأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ.

তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। প্রত্যেকে নিজ অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারের উপর দায়িত্বশীল। স্ত্রী স্বামীর ঘর ও সন্তানের প্রতি দায়িত্বশীল। তোমরা সকলে দায়িত্বশীল। সকলে নিজ অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৫২০০)

দুঃখজনক হলেও সত্যি যে এখনকার বাবা-মা সন্তানের সঠিক তরবিয়তের বিষয়ে উদাসিন।তারা সন্তান পালন বলতে বোঝে ভালো খাওয়া-দাওয়া,পোশাক পরিচ্ছেদ দিতে পারা কে।তাদের কে যদি সন্তানের তরবিয়তের কথা বলা হয় তারা এমন ভাবে এরিয়ে যায় মনে করে এগুলো শুধুই আলাপ। অথচ সন্তানের

জন্য মানুষ জিজ্ঞাসিত হবে।এখানে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যায় ।শয়তানের এ ধোঁকাগুলো হয় আবেগ তাড়িত।

মায়েদের শয়তান এমন ভাবে ধোঁকা ফেলে রাখে যে, সন্তান ক্ষতিকর কোন কিছুর বায়না ধরলে তারা ক্ষতিকর জানা সত্যও তা তাদের হাতে তুলে দেয়।কতখানি ধোঁকায় থাকলে মানুষ এমন হয়!শয়তান যে তাদের এতো বড় দায়িত্ব থেকে সরিয়ে রাখছে তারা সেটা বুঝার চেষ্টাটি করে না।

শরীয়ত কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালনের দ্বারা সন্তানের মা অবশ্যই বড় সওয়াবের অধিকারী হবেন। এসব কাজে মা যতক্ষণ ব্যস্ত থাকেন পুরো সময়ই নেকী ও সওয়াবের মধ্যে কাটে। হাদীস শরীফে উত্তম নারীর বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ.

আরবের নারীদের মধ্যে উত্তম নারী হল কুরাইশের নারী। তারা সন্তানের প্রতি অধিক ‡¯œnপরায়ণ এবং স্বামীর সম্পদ হেফাযতের প্রতি অধিক যতœশীল। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০৮২)

সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন-

جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا، فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ، الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا، فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ، أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ.

এক দরিদ্র মহিলা তার দুটি সন্তান নিয়ে আমার নিকট আসল। আমি তাকে তিনটি খেজুর দিলাম সে তাদের দুজনের প্রত্যেককে একটি করে খেজুর দিল আর একটি খেজুর সে নিজে খাওয়ার জন্য মুখের কাছে নিল তখন তার দুই মেয়ে তার কাছে আরো চাইল। সে তার খেজুরটি দুইজনের মাঝে ভাগ করে দিল। তার এ বিষয়টি আমাকে অনেক মুগ্ধ করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঘটনাটি বললে তিনি বললেন আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন। অথবা তিনি বলেছেন এর বিনিময়ে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৩০)

আবু উমামাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা তার দুটি সন্তানসহ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসে। সে একটি সন্তানকে কোলে এবং অপরটিকে হাতে ধরে নিয়ে আসে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

حَامِلَاتٌ، وَالِدَاتٌ، رَحِيمَاتٌ، لَوْلَا مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ، دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ.

গর্ভধারিনী, সন্তান জন্মদানকারিণী এবং সন্তানের প্রতি মমতাময়ী তারা যদি স্বামীদের কষ্ট না দেয় তবে তাদের মধ্যে যারা নামাযী তারা জান্নাতে যাবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২০১৩)

নিজ নিজ সন্তানদের কোরআন-সুন্নাহর দিকনির্দেশনায় M‡o Zzj‡Z cvi‡j `ywbqv আখিরাত উভয়ে লাভবান হওয়া যাবে।

কিছু মূল্যবান কথা

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তাতে নিয়োজিত আছে কঠোরস্বভাব, কঠিনহৃদয় ফেরেশতাগণ। যারা আল্লাহর কোনো হুকুমে তাঁর অবাধ্যতা করে না এবং সেটাই করে যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়। -সূরা তাহরীম (৬৬) : ৬

উত্তম তারবিয়াত পিতা-মাতার উপর সন্তানের হক

যেমন মাতা-পিতার খেদমত, ও সম্মান সন্তানের কর্তব্য তেমনি মাতা-পিতারও সন্তানের হকসমূহ আদায় করা কর্তব্য। এজন্যই জানা উচিত, তাদের উপর সন্তানের কী কী হক ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে এবং সন্তানের সাথে তাদের আচার-ব্যবহার কেমন হতে হবে। আর তাদের দ্বীনী তারবিয়াত কীভাবে করতে হবে। মূলত তাদেরকে দ্বীনী তারবিয়াত করা, পিতা-মাতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। যে মা-বাবা সন্তানের দ্বীনী তারবিয়াতের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করবেন তারা দুনিয়া-আখেরাত উভয়জগতে কামিয়াব হবেন। আর যে মা-বাবা সন্তানের দ্বীনী তারবিয়াত করবেন না তারা পরকালে জবাবদিহির সম্মুখীন হবেন।

সন্তানের উত্তম শিক্ষাদান পিতা-মাতার উপর ফরয

আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতা-পিতার উপর সন্তানের উত্তম শিক্ষাদান আবশ্যক করে দিয়েছেন। আর যে বিষয় অবশ্য-পালনীয় তাতে কারো ইচ্ছা-অনিচ্ছার এখতিয়ার থাকে না। হ্যাঁ, নফল বা মুস্তাহাব কাজে সে এখতিয়ার থাকে। ফরয বা ওয়াজিব আদায় না করলে জবাবদিহি করতে হয়।

হযরত সাহবান মাহমুদ রাহ. স্বীয় কিতাব ‘তারবিয়াতে আওলাদ’-এর কারণ উল্লেখ করেন যে, সন্তানের উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা, আচার ব্যবহার ইত্যাদি তার বাল্যকাল থেকেই শুরু হয়ে যায়। সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে পিতা-মাতার উপর এই হুকুম বর্তায় যে, তাকে উত্তম তারবিয়াত কর।

এই জন্য পিতা-মাতা যদি সন্তানকে বাল্যকাল থেকেই উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা না দেয় এবং সন্তান এভাবেই তরবিয়াতহীনভাবে বেড়ে ওঠে, পরে শরীয়তের মুকাল্লাফ হওয়ার পর তার থেকে গোনাহ প্রকাশ হতে থাকে তাহলে মাতা-পিতার অবহেলাও যেহেতু তার গোনাহে লিপ্ত হওয়ার একটা উপলক্ষ বা কারণ তাই তার ওই গোনাহগার সন্তানের সাথে সাথে মাতা-পিতাও গোনাহগাররূপে গণ্য হবে।

সন্তানের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখে চুপ থাকা

উদাহরণ স্বরূপ নাবালেগ সন্তান বালেগ হওয়ার পরও নামায পড়ে না। রোযা রাখে না, যাকাত দেয় না, মেয়েরা পর্দা করে না। সবাই স্বেচ্ছাচারিতার সাথে জীবন-যাপন করে, আর মা-বাবা বসে বসে তা দেখে, কিছুই বলে না। বরং মাঝে মাঝে বলে যে, আমরা তো আমাদের দায়িত্ব পালন করে দিয়েছি। মনে রাখবেন, প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করিনি। বরং আমরা আমাদের দায়িত্বে অনেক অবহেলা করেছি, করছি এবং করেই চলছি। যার ফলে দিন দিন আমাদের গোনাহের কুফল বেড়েই চলেছে।

মনে রাখবেন, মা-বাবা যদি দুনিয়া থেকে চলে যায় আর সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং গোনাহে লিপ্ত থাকে তাহলেও মা-বাবা -যদি দায়িত্বে অবহেলা করে থাকেন- তাদের দায়িত্বে অবহেলা করার কারণে এর কিছু দায়ভার তাদের উপরও বর্তাবে।

আমাদের সকলেরই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। তিনি আমাদেরকে কেবল এই দায়িত্ব দেননি যে, নিজে শরীয়তের পাবন্দ হব এবং আল্লাহর বিধি-বিধান পালন করব। বরং নিজের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি এমনকি অধীনস্থদেরসহ সবার জিম্মাদারী আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর দিয়েছেন।

কোরআন-সুন্নাহর আলোকে সন্তান পালনে কিছুদিকনির্দেশনা:

সন্তানের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা

সন্তানকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে একান্ত সময় দেয়া। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা জরুরি। সন্তান যাতে যে কোনো সমস্যায় নির্দ্বিধায় মা-বাবার সঙ্গে আলাপ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সন্তানকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে ভুল সিদ্ধান্ত ও বিপদ থেকে রক্ষা করা যায়। যেভাবে হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর স্বপ্নের কথা বাবার সঙ্গে আলোচনা করলেন; আর তিনি তাঁকে ওই স্বপ্নের ব্যাপারে কারো সঙ্গে আলোচনা করতে বারণ করেন।
কোরআনে এসেছে-

اِذۡ قَالَ یُوۡسُفُ لِاَبِیۡهِ یٰۤاَبَتِ اِنِّیۡ رَاَیۡتُ اَحَدَعَشَرَ کَوۡکَبًا وَّ الشَّمۡسَ وَ الۡقَمَرَ رَاَیۡتُهُمۡ لِیۡ سٰجِدِیۡنَ

যখন ইউসুফ তার পিতাকে বলল, হে আমার পিতা, আমি দেখেছি এগারোটি নক্ষত্র, সূর্য ও চাঁদকে, আমি দেখেছি তাদেরকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায় |(সুরা ইউসুফ : আয়াত ৪)

সন্তানকে সতর্ক করা

জীবন সম্পর্কে সন্তানদের অভিজ্ঞতা কম। তাই মা-বাবার উচিত, তাদের কঠিন এই পৃথিবী সম্পর্কে সতর্ক করা, যে পথে বিপদের আশঙ্কা আছে, সে পথ এড়িয়ে চলার নির্দেশ দেওয়া। যেভাব হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তাঁর বাবা এভাবে সতর্ক করেছিলেন-

قَالَ یٰبُنَیَّ لَا تَقۡصُصۡ رُءۡیَاکَ عَلٰۤی اِخۡوَتِکَ فَیَکِیۡدُوۡا لَکَ کَیۡدًا ؕ اِنَّ الشَّیۡطٰنَ لِلۡاِنۡسَانِ عَدُوٌّ مُّبِیۡنٌ

তার পিতা বললেন, ‡n আমার পুত্র! তোমার স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের কাছে বর্ণনা কোরো না। যদি করো তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (সুরা ইউসুফ : আয়াত ৫)

সন্তানকে সুপরামর্শ দেওয়া

প্রত্যেক সন্তানের মধ্যেই কিছু সম্ভাবনা থাকে, তা বুঝে তাকে সেই সম্ভাবনার প্রতি উৎসাহ দিলে সে সফল হতে পারে। মা-বাবার উচিত, সন্তানকে সুশিক্ষিত করার পাশাপাশি তার মধ্যে থাকা সম্ভাবনাগুলো সম্পর্কে তাকে উৎসাহ দেওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَ كَذٰلِکَ یَجۡتَبِیۡکَ رَبُّکَ وَ یُعَلِّمُکَ مِنۡ تَاۡوِیۡلِ الۡاَحَادِیۡثِ وَ یُتِمُّ نِعۡمَتَهٗ عَلَیۡکَ وَ عَلٰۤی اٰلِ یَعۡقُوۡبَ کَمَاۤ اَتَمَّهَا عَلٰۤی اَبَوَیۡکَ مِنۡ قَبۡلُ اِبۡرٰهِیۡمَ وَ اِسۡحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّکَ عَلِیۡمٌ حَکِیۡمٌ

(স্বপ্নে যেমন দেখেছ) এভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন, তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবেন এবং তিনি তাঁর অনুগ্রহ তোমার প্রতি আর ইয়াকুব পরিবারের প্রতি পূর্ণ করবেন, যেভাবে তিনি তা আগে তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহিম ও ইসহাকের প্রতি পূর্ণ করেছিলেন, নিশ্চয়ই তোমার রব সর্বজ্ঞ, বড়ই প্রজ্ঞাবান। (সুরা ইউসুফ : আয়াত ৬)

তাদের বিনোদনের সুযোগ দেওয়া

সন্তানের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে খেলাধুলাসহ বিনোদনের প্রয়োজন রয়েছে, তাই তাদের খেলাধুলা ও বিনোদনের সুযোগ দিতে হবে। এই জন্যই ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাঁর সন্তান ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তাঁর অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে খেলার জন্য মাঠে পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

قَالُوۡا یٰۤاَبَانَا مَا لَکَ لَا تَاۡمَنَّا عَلٰی یُوۡسُفَ وَ اِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوۡنَ اَرۡسِلۡهُ مَعَنَا غَدًا یَّرۡتَعۡ وَ یَلۡعَبۡ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوۡنَ

তারা বলল, হে আমাদের আব্বাজান! কী ব্যাপার, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস করেন না কেন, অথচ আমরা অবশ্যই তার কল্যাণকামী। তাকে আগামীকাল আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন, সে আমোদ করবে আর খেলবে, আমরা তার পুরোপুরি দেখাশুনা করব।(সুরা ইউসুফ : আয়াত ১১-১২)।

শিরক না করার নির্দেশ দেওয়া

আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শিরক না করার ব্যাপারে ছেলেকে দেওয়া হজরত লুকমান আলাইহিস সালামের উপদেশ আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারিমে উল্লেখ করেন এভাবে-

وَ اِذۡ قَالَ لُقۡمٰنُ لِابۡنِهٖ وَ هُوَ یَعِظُهٗ یٰبُنَیَّ لَا تُشۡرِکۡ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرۡکَ لَظُلۡمٌ عَظِیۡمٌ

স্মরণ কর, যখন লুকমান তার ছেলেকে নসিহত করে বলেছিল হে বৎস! আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে শিরক কোরো না, শিরক হচ্ছে অবশ্যই বিরাট জুলুম। (সুরা লোকমান : আয়াত ১৩)

মা-বাবার খেদমতের শিক্ষা দেওয়া

মা-বাবা খেদমত করা মহান আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকে ইরশাদ করেন-

وَ وَصَّيۡنَا الۡاِنۡسَانَ بِوَالِدَيۡهِ ۚ حَمَلَتۡهُ اُمُّهٗ وَهۡنًا عَلٰی وَهۡنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِیۡ عَامَيۡنِ اَنِ اشۡكُرۡ لِیۡ وَ لِوَالِدَيۡکَ ؕ اِلَیَّ الۡمَصِيۡرُ وَ اِنۡ جَاهَدٰکَ عَلٰۤی اَنۡ تُشۡرِکَ بِیۡ مَا لَيۡسَ لَکَ بِهٖ عِلۡمٌ ۙ فَلَا تُطِعۡهُمَا وَ صَاحِبۡهُمَا فِی الدُّنۡيَا مَعۡرُوۡفًا ۫ وَّ اتَّبِعۡ سَبِيۡلَ مَنۡ اَنَابَ اِلَیَّ ۚ ثُمَّ اِلَیَّ مَرۡجِعُکُمۡ فَاُنَبِّئُکُمۡ بِمَا کُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে, (নির্দেশ দিচ্ছি) যে আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (তোমাদের সবার) প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে। তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার অংশীদার স্থিরকরার জন্য, যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না। কিন্তু পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে বসবাস করবে। যে আমার অভিমুখী হয় তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদের জানিয়ে দেব তোমরা যা করছিলে।(সুরা লোকমান : আয়াত ১৪-১৫)

নামাজ ও সৎ কাজের শিক্ষা দেওয়া

নিজ সন্তানকে নামাজ ও সৎকাজের শিক্ষা দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া। হজরত লুকমান আলাইহিস সালামের নিজ সন্তানকে নামাজ ও সৎ কাজের নির্দেশের বিষয়টি আল্লাহ তাআলা এভাবে তুলে ধরেছেন-

یٰبُنَیَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اۡمُرۡ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ انۡهَ عَنِ الۡمُنۡکَرِ وَ اصۡبِرۡ عَلٰی مَاۤ اَصَابَکَ ؕ اِنَّ ذٰلِکَ مِنۡ عَزۡمِ الۡاُمُوۡرِ

হে বৎস! তুমি নামায কায়েম কর। সৎ কাজের নির্দেশ দাও, আর মন্দ কাজ হতে নিষেধ কর. (সুরা লোকমান : আয়াত ১৭)

অহংকার থেকে দূরে রাখা

আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার প্রতিটি মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ সুরা লুকমান নাজিল করেছেন। হজরত লুকমান আলাইহিস সালাম নিজ সন্তানতে দুনিয়াতে বেড়ে ওঠার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। অহংকার ও দাম্ভিকতা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে-

وَ لَا تُصَعِّرۡ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمۡشِ فِی الۡاَرۡضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخۡتَالٍ فَخُوۡرٍ

অহংকারের বশবর্তী হয়ে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা কোরো না, আর পৃথিবীতে গর্বভরে চলাফেরা কোরো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (সুরা : লোকমান, আয়াত : ১৮)।

জীবনযাপনে সংযত হওয়ার নির্দেশ

দুনিয়ার জীবনে চলাফেরায় সংযত হওয়ার নির্দেশও এসেছে কোরআনের বর্ণনায়। হজরত লুকমান আলাইহিস সালাম নিজ ছেলেকে এ মর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন-

وَ اقۡصِدۡ فِیۡ مَشۡیِکَ وَ اغۡضُضۡ مِنۡ صَوۡتِکَ ؕ اِنَّ اَنۡکَرَ الۡاَصۡوَاتِ لَصَوۡتُ الۡحَمِیۡرِ

চলাফেরায় সংযত ভাব অবলম্বন করো এবং কণ্ঠস্বর নিচু করো। স্বরের মধ্যে নিশ্চয়ই গাধার স্বর সর্বাপেক্ষা শ্রুতিকটু।(সুরা লুকমান : আয়াত ১৯)

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে নিজ নিজ সন্তানদের কোরআন-সুন্নাহর দিকনির্দেশনা দেওয়ার তাওফিক দান করুন এবং সকল প্রকারের শয়তানের হাত থেকে হিফাজত করুন এবং সন্তানদের সঠিক পথে চলার তাওফিক দানকরুন।আমিন|

নারীদের কে শয়তানের ধোঁকা

মহিলাদের মধ্যে এমন রয়েছে, যারা দাঁড়াতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বসে নামাজ পড়ে। অথচ তার জানা নেই যে দাঁড়াতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য বসে নামাজ পড়া বৈধ নয়, বরং এমন ব্যক্তির বসে নামাজ বাতিল হিসেবে গণ্য হয়।

আবার কখনো তারা শিশুর প্রস্রাব কাপড়ে লাগার ওজরে নামাজ থেকে বিরত থাকে অথচ সে তা ধৌত করতে সক্ষম। যদি এই মহিলাই রাস্তায় বের হওয়ার ইচ্ছা করে তাহলে কাপড় ধার করে হলেও তার জন্য সে প্রস্তুত হবে। নামাজ তাদের নিকট গুরুত্বহীন হওয়ার কারণে তারা এমন করার সাহস পায়।

তাদের কত কেমন আছে যারা নামাজের আবশ্যিক বিধি-বিধান না জানা সত্ত্বেও অন্যের কাছে তা জিজ্ঞেস করে না আবার নামাজের সময় দেহের এই পরিমাণ অংশ খোলা রাখে যা নামাজ বাতিল হওয়ার কারণ অথচ সে এটাকে সাধারণ মনে করে।

মহিলাদের কতক এমন আছে,যারা স্বামীর মাল ব্যবহারে সীমালংঘন করে, অথচ মহিলাদের জন্য বৈধ নয় যে, অনুমতি কিংবা সন্তুষ্টি ছাড়া ঘর থেকে মাল বের করবে|
এমন কাজের জন্য স্বামীর সাথে ঝগড়া বেঁধে যায়।যায় ফলশ্রুতিতে পরিবারে শান্তি নষ্ট হয়।
আবার কতক নারী আছে বর্তমানে বের্পদা হয়ে বেগানা পুরুষদের সামনে কোরআন তেলাওয়াত করে এটা নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা।

কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَ قُلۡ لِّلۡمُؤۡمِنٰتِ یَغۡضُضۡنَ مِنۡ اَبۡصَارِهِنَّ وَ یَحۡفَظۡنَ فُرُوۡجَهُنَّ وَ لَا یُبۡدِیۡنَ زِیۡنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا
وَ لۡیَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰی جُیُوۡبِهِنَّ ۪ وَ لَا یُبۡدِیۡنَ زِیۡنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوۡلَتِهِنَّ اَوۡ اٰبَآئِهِنَّ اَوۡ اٰبَآءِ
بُعُوۡلَتِهِنَّ اَوۡ اَبۡنَآئِهِنَّ اَوۡ اَبۡنَآءِ بُعُوۡلَتِهِنَّ اَوۡ اِخۡوَانِهِنَّ اَوۡ بَنِیۡۤ اِخۡوَانِهِنَّ اَوۡ بَنِیۡۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوۡ نِسَآئِهِنَّ
اَوۡ مَا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِیۡنَ غَیۡرِ اُولِی الۡاِرۡبَۃِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفۡلِ الَّذِیۡنَ لَمۡ یَظۡهَرُوۡا عَلٰی
عَوۡرٰتِ النِّسَآءِ ۪ وَ لَا یَضۡرِبۡنَ بِاَرۡجُلِهِنَّ لِیُعۡلَمَ مَا یُخۡفِیۡنَ مِنۡ زِیۡنَتِهِنَّ ؕ وَ تُوۡبُوۡۤا اِلَی اللّٰهِ جَمِیۡعًا
اَیُّهَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ لَعَلَّکُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ ﴿۳۱﴾

আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।(myiv Avb byi: 31)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং জাহিলিয়াতযুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। (সূরা আহযাব ৩৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَإِنَّهَا لا تَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

নারী গোপন জিনিস, যখন সে ঘর থেকে বের হয় শয়তান তাকে তাড়া করে। আর সে আল্লাহ তাআলার সবচে’ নিকটতম তখন হয় যখন সে নিজের ঘরের মাঝে লুকিয়ে থাকে।(তাবরানী ২৯৭৪)

পর্দা রক্ষা করা ফরজ।

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

অর্থ : আর তোমরা তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। {সূরা আহযাব-৫

এতো কোরআনের আয়াত ও হাদিস থাকার পর এ ফরজ বিষয়ে শয়তান ধোঁকায় ফেলে রেখেছে।

শয়তানের নেক সুরতে আরেকটি ধোঁকা হলো ,আজ কাল মহিলাদের ওয়াজের ময়দানে নামানো।মহিলাদের পর্দার সাথে তালিম করা জায়েজ আছে যদি স্বামীর অনুমতি থাকে।কিন্তু পুরুষের মতো করে ওয়াজ করা জায়েজ নেই।অনেকে নারী আবার তালিম করার জন্য মাহারাম ছাড়া সফরে যায় ,তারা আবার বলে আমার রোগ হলে স্বামী নিয়ে না গেলে আমাকে তো ডাক্তারের কাছে যেতে হবে,তাহলে আমার অন্তরে রোগ হইছে আমি কি ডাক্তারের কাছে যাব না ?তাই অন্তরের রোগ সারানোর জন্য তালিমে যাই!শয়তান কত সুক্ষভাবে ধোঁকায় ফেলেছে।আল্লাহ তায়ালা সবাই কে হিফাজত করুন।

প্রযুক্তি ব্যবহারে শয়তানের ধোঁকা

eZ©gvb we‡k^ cÖhyw³ e¨envi w`b w`b †e‡iB Pj‡Q|wkï †_‡K e„× mK‡jB প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ডিভাইস ব্যবহার করছে ।প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে পারিবারিক সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে।অতিরিক্ত প্রযুক্তি শাররিক মানসিক নানা রকম সমস্যা হচ্ছে । শয়তানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে এ প্রযুক্তি ।প্রযুক্তিগুলোর মধ্যে ফোন হচ্ছে বহুল জনপ্রিয় ।পরিবার ধ্বংসের হাতিয়ার এই ফোন।কখনো প্রয়োজনে ফোন হাতে নিলে সে কাজ তো হয়ই না এটা ওটা দেখতে দেখতে কত সময় পেরিয়ে যায় সেদিকে খেয়াল থাকে না বরং কাজের কাজ কিছুই করা হয় না।ফলে সময় অপচয় তো হয়ই এমন কি এই অভ্যাস তাকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

ছোটোদের হাতে ফোন তুলে দিয়ে বাবা-মা তাদের ভালোর আশায় মূলত শয়তানের হাতে তুলে দেয় ধ্বংস হওয়ার জন্য।কার্টুন,গান,গেমস দেখতে দেখতে শয়তান তাকে অন্ধকার জগতের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

আস্তে আস্তে মারাত্মক নেশায় রুপ নেয়।এ ভুল সিদ্ধান্তে শয়তানের কাজ কে সহজ করে দেয়।ফোনে আসক্তিতে পড়ে মানুষ ঈমান আমল হারিয়ে ফেলে। অনেকে বলে ফোন থাকলে দেশের খবর দেখা যাবে ,ওয়াজ দেখে অনেক কিছু শেখা যাবে,পরর্বতিতে দেখা যায় যে নিয়তে ফোন কেনা হয়েছে তা আর হচ্ছে না ।

আমি এমন বাবা-মা কে দেখেছি যারা বাচ্চাদের ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্য ফোন দিয়ে বসিয়ে দেয়।পরর্বতিতে ফলাফল সে ফোন আসক্তিতে ডুবে যায়।তিন চার বছরের বাচ্চাকে দেখেছি এতো বেশি এডিক্টেড হয়েছে যে হাতে থেকে ফোন নিলে কান্না শুরু হয়ে যায় যা আর ফোন না দিলে থামানো যায় না ।

এক আত্মীয় ইমাম কে দেখেছি যে একটা সময় এনড্রেয়েড ফোন ব্যবহার করা অপছন্দ করত ,একটা সময় খবর দেখার জন্য ফোন কিনেন এখন তিনি সেখানে সময় দেন,অথচ একটা সময় তিনি কিতাবাদি পড়ায় সময় ব্যয় করতেন।অতিরিক্ত ফোন আসক্তির কারণে ইবাদতের স্বাদ হারিয়ে যায়।ফোনে আসক্তির কারণে মানুষের আচারণ রুক্ষ হয়ে যায় ,যার প্রভার পরিবারের উপর পরে। আত্মীয়দের হক আদায় করা থেকে দূরে সরে যায় । তাদের সাথেও দূরত্ব বেড়ে যায়।

তারা বলে ফেসবুক থেকে দ্বীনি বিষয় জানা যায়,অমুক অমুক এ আমলের কথা বলল।অমুক এ আমল করে ফল পাইছে।আসলে ফেসবুক থেকে ইলম নেয়া যায় কিন্তু সেটা আমল করা যায় না।শয়তান তাকে সে সময় দেয় না ।

তালিবুল ইলম এর জন্য ফোন হচ্ছে বিষ এর মতো।একজন সাধারণ মানুষেকে ধোঁকায় ফেলতে শয়তানের বেশি পরিশ্রম করতে হয় না ।কিন্তু একজন তালিবুল ইলম কে ধোঁকায় ফেলতে শয়তানের বেশি শ্রম দিতে হয় ।এক ঝাঁক কিশোর কে দেখেছি তারা হিফজে পড়ে, আবার তারা ফোনে টিকটক,নাটক,গান,গেমস এগুলোও দেখে।তাদের একজন এখন হিফজ থেকে মাহরুম।মায়েদের কে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি তারে হতে যেন ফোন না দেন ,তারা একটা কথাই বলে আমরা তাদের সাথে পারি না !আগামির প্রজন্মগুলো ধ্বংসের দিকে যে ছুটছে সে দিকে তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।মূলত এ গুলো শয়তানের ধোঁকা।

ফোন থেকে উপকারের চেয়ে ক্ষতির পরিমারণ বেশি।জাহান্নামে যাওয়ার জন্য একটা ফোন থাকাই যথেষ্ট।

দোয়া কবুল হওয়া নিয়ে শয়তানের ধোঁকা

দুআ অন্যান্য ইবাদতের মত এক ইবাদত। যা আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট। দুআ অর্থ প্রার্থনা করা, আপন রবকে একান্তে ডাকা; তাঁর সামনে নিজ সত্তাকে পেশ করা। নিজের প্রয়োজন-আরজি তুলে ধরা। দুআ হল মুনাজাত প্রভুর সঙ্গে বান্দার একান্ত আলাপ।

হাদীস শরীফে দুআকে বলা হয়েছে ইবাদতের মূল-মগজ। কারণ, দুআর মধ্যে রবের সামনে বান্দার আবদিয়াত ও দাসত্ব পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। এসময় বান্দা আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে, সকল উপায়-উপকরণকে পিছে ঠেলে একমাত্র দয়মায় প্রতিপালকের সামনে

হাজির হয়। নিজের দীনতা ও হীনতা স্বীকার করে রবের সামনে নিজ উপায়হীনতা, অসহায়ত্ব ও মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করে। নিজ সত্তা ও ক্ষমতা সবকিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে কায়োমনে ধরনা দেয় প্রভুর দরবারে। এজন্যই দুআকে বলা হয়েছে ইবাদতের মূল-মগজ। বরং বলা হয়েছ দুআই ইবাদত ইবাদতের প্রকৃত ও সর্বোচ্চ মাধ্যম। নুমান ইবনে বাশীর রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ.

দুআই তো ইবাদত। (আবু দাউদ ২/৭৮; তিরমিযী ৫/২১১)

আমার কাছে মনে দোয়া অক্সিজেনের মতো যেটা ফুরিয়ে গেলে মানুষ আর বাঁচে না ,ঠিক দোয়াও তেমন ছেড়ে দিলে জীবন আর যেন চলে না ।জীবন থেমে যায়,চক্রকারে ঘুরতে থাকে কোনো লক্ষ্য খুঁজে পায়না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক (আমার নিকট দুআ কর) আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব (আমি তোমাদের দুআ কবুল করব।) যারা অহংকারে আমার উপাসনায় (আমার কাছে দুআ করা হতে) বিমুখ, ওরা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা গাফের ৬০ আয়াত)।

তিনি আরো বলেন, ÔÔআর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে (তখন তুমি বল,) আমি তো কাছেই আছিÕÕ। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমার কাছে প্রার্থনা জানায়, তখন আমি তার প্রার্থনা মঞ্জুর করি। (সূরা বাক্বারাহ ১৮৬)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

নিশ্চয় তোমাদের প্রভু লজ্জাশীল অনুগ্রহপরায়ণ, বান্দা যখন তার দিকে দুই হাত তোলে, তখন তা শূন্য ও নিরাশভাবে ফিরিয়ে দিতে বান্দা থেকে লজ্জা করেন। (আবু দাউদ ২/৭৮; তিরমিযী ৫/৫৫৭)

দুআ শ্রেষ্ঠ ইবাদতের একটি। মহান রবের আনুগত্যের অংশ। মুমিন দুআ-বিমুখ হতে পারে না। বান্দা ও স্রষ্টার গভীর বন্ধন দুআ। বান্দার জ্ঞান অবগতি স্রষ্টা সম্পর্কে যত পূর্ণতায় পৌঁছে ততই তার দুআ বৃদ্ধি পায়। সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহকে যে যত বেশি চিনতে পারে সে

তত বেশি প্রার্থনাকারী হয়। দুআ বান্দার মুখাপেক্ষিতার প্রকাশ ঘটায়। আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্ব দিয়ে দুআ করতেন। তেমনি সালাফে সালেহীন সকল অবস্থায় দুআয় মগ্ন হতেন।

কিন্তু দুঃখজনক সত্য হচ্ছে অধিকাংশ মানুষ বিপদে পড়ার পর দুআ করে। এটা ভুল পন্থা। মুমিনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সুখ ও আনন্দ সর্বাবস্থায় দুআর প্রতি যত্নশীল হওয়া। যখন সে আল্লাহর সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করবে বিপদের সময় তার দুআ কবুল হবে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি কামনা করে, বিপদ ও সঙ্কটের সময় আল্লাহ তার দুআ কবুল করুন, সে যেন সুখের সময় অধিক পরিমাণে দুআ করে। —জামে তিরমিযি, হাদীস ৩৩৮২

দুআর মযার্দা অতি উচ্চ। তার কল্যাণ অতি ব্যাপক। দ্বীনের মধ্যে দুআর গুরুত্ব অতি উপরে। বিপদ ও অনিষ্ট প্রতিহত করতে এর চাইতে বড় অস্ত্র নেই।

দুআ এমন ইবাদত, যা মুমিন সবার্বস্থায় করে। দুআ বান্দা ও রবের মধ্যকার সম্পর্কের মাধ্যম স্বরূপ। দুআ প্রয়োজন পূরণের চাবিস্বরূপ। এটি এমন দরজা, যা আল্লাহ খুলেছেন তার বান্দাদের জন্য; যা দিয়ে তারা রবের অপার রহমতের ভাণ্ডারে প্রবেশ করবে।

দুআ রোগের আরোগ্য। শত্রুর মোকাবেলায় অস্ত্র। বিপদাপদ দূর করার সবচাইতে শক্তিশালী উপকরণ। নবী রাসূল ও সালাফে সালেহীনের জীবনে দেখা যায় দুআ তাঁদের সবচাইতে বড় অবলম্বন।

দুআ একটি শক্তিশালী মাধ্যম

দুআ আল্লাহর কাছে অতি সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ মাধ্যম। মানুষকে তার কল্যাণ অর্জন ও অকল্যাণ দূর করার জন্য দান করেছেন। কল্যাণ ও বরকত অর্জনের বড় মাধ্যম দুআ। অনিষ্ট ক্ষয়ক্ষতি ও বিপদাপদ দূর করার অস্ত্র হচ্ছে দুআ। দুআ হচ্ছে তাকদীরের অংশ, কল্যাণকর ওসিলা।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ.

আল্লাহর কাছে দুআর চাইতে অধিক মর্যাদাপূর্ণ আর কিছু নেই। জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৩৭০

ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন

.إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ، وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ

দুআর কল্যাণ সর্বব্যাপী। যার মুখোমুখি হয়েছ যার হওনি সবই। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দাগণ, দুআ আকড়ে ধরো। জামে তিরমিযী, হাদীস ২৮১৩

শয়তান এ দোয়ার বিষয়েও ধোঁকা দেয় যাতে মানুষ মূল্যবান ইবাদত থেকে দূরে থাকে।কখনো কখনো সে দোয়ার বিষয়ে মানুষেকে মনে সংশয় সৃষ্টি করে।মানুষ এ ধোঁকায় পড়ে দোয়া নিয়ে কথা বলতে শুরু করে,তারা বলে কত দোয়া করলাম কই দোয়া তো কবুল হয় না?একটা সময় দোয়া করা ছেড়ে দেয়।এতে শয়তান ক্ষান্ত হয় না ,যারা দোয়ার বিষয়ে দৃঢ় মনোবল রাখে তাদের কে নানা ভাবে ধোঁকা দেয়।যদি তাদের ইমান দূর্বল হয় তাহলে শয়তান ধোঁকায় সহজে পড়ে যায়।শয়তান জানে দোয়া থেকে মানুষকে দূরে রাখতে পারলে তার উদ্দেশ্য হাসিল হবে।দোয়া থেকে বিমুখ থাকার বিষয়ে হাদিসে সর্তক করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন

.إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ :أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার সাথে তার ধারণার অনুরূপ আচরণ করি। সে যখন আমায় ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দেই। সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৭৫

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন

.إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

যে আল্লাহর কাছে চায় না, আল্লাহ তার প্রতি নারাজ হন।জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮৬

কুরআনুল কারীমের অনেক আয়াতে আল্লাহর নির্দেশ এসেছে দুআ করার। দুআ না করা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ এবং তা অহংকারের প্রকাশও বটে। ইরশাদ হয়ে‡Q

.وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ

তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের দুআ কবুল করব। নিশ্চয়ই অহংকারবশে যারা আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সূরা গাফির (৪০) : ৬০

اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَ لْيُؤْمِنُوْا بِيْ
.لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

(হে নবী!) আমার বান্দাগণ যখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তখন (আপনি তাদেরকে বলুন যে,) আমি এত নিকটবতীর্ যে, কেউ যখন আমাকে ডাকে, আমি তার ডাক শুনি। সুতরাং তারাও আমার কথা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করুক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে এসে যায়।সূরা বাকারা (২) : ১৮৬

দুআ কবুল হওয়া না হওয়ার রহস্য

বালা মুসিবত দূর করার ক্ষেত্রে দুআর চাইতে কার্যকরী অস্ত্র নেই। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রাহ. লেখেন, আকাক্সক্ষা পূরণে ও বিপদাপদ দূর করার ক্ষেত্রে দুআ সবচাইতে শক্তিশালী মাধ্যম। কিন্তু কখনো কখনো দুআর কার্যকরিতা পরিলক্ষিত হয় না। এর নানা কারণ আছে। হয়তো তা দুআকারীর দুর্বলতা। তার সীমালঙ্ঘনের কারণে আল্লাহ তার দুআ পছন্দ করেননি। অথবা সে পূর্ণ মনোযোগী হয়ে দুআ করেনি। অথবা দুআ কবুলের ক্ষেত্রে বাধা হয়েছে তার হারাম খাদ্য, অন্তরের কলুষতা ও গাফলতি।

দুআ হচ্ছে সবচাইতে কার্যকরী দাওয়াই। বালা-মুসিবতের জন্য দুআ সবচাইতে বড় শত্রু। দুআ বিপদাপদকে দূর করে, না হয় দুর্বল করে দেয়। (দ্র. যাদুল মাআদ)

আল্লামা ইবনে হাজার রাহ. বলেন, প্রত্যেক দুআ কবুল হয়। কখনো কাক্সিক্ষত বস্তু দেওয়া হয়, কখনো তার বদলে অন্য কিছু দেওয়া হয়। (দ্র. ফাতহুল বারী)

আল্লাহ আমাদেরকে দুআর প্রতি মনোযোগী হওয়ার তাওফীক দান করুন আমীন।

সাধারণ মানুষকে শয়তানের ধোঁকা

দ্বীনি ইলমহীন সাধারণ লোকের জন্য শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকার তুলনামূলক একটু কঠিন।কারণ শয়তানের বহুমুখী চরিত্র বোঝার মতো পর্যাপ্ত ইলম তাদের থাকে না।

শয়তান তাদের অনেককেই ধোঁকা দিয়ে জরুরি ইলম অর্জন থেকে বিরত রাখে।দুনিয়াবি বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত করে দেয়।অথচ প্রয়োজন পরিমাণ ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।নামাজ যেমন ফরজ, এর ইলম অর্জন করা তেমনই ফরজ।অথচ ব্যস্ততার অজুহাতে এই ইলম অর্জন না করতে পারার কারনে অসংখ্য লোকের সারা জীবনের নামাজই বাতিল হয়ে যায়।অসংখ্য লোক এমন আছেন যারা বৃদ্ধ হয়ে গেছে অথচ সহিহ করে পাঁচটি নামাজের সুরা জানে না।কি জন্য নামাজ ভেঙে যায়,কি জন্য সাহু সেজদা ওয়াজিব হয়, সেটাও জানেনা।তারা ভাবে মসজিদে গিয়ে সবাইকে দেখে দেখে সিজদা দিলেই হলো।দেখায়

যায় দুনিয়ার সকল বিষয়ে তার জ্ঞান আছে।কিন্তু শরীয়তের আবশ্যকীয় ইলমের ক্ষেত্রে একেবারেই অজ্ঞ।

শুধু নামাজই না, বিয়ে-শাদী,ব্যবসা- বানিজ্য সব ক্ষেত্রেই সেই কাজ বিষয়ে জরুরি ইলম অর্জন করা ফরজ। আজকালকার বিয়ে শাদীতে কতটুকু দ্বীন মানা হয়, সুন্নাহর অনুসরণ কতটুকু করা হয় তা তো আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে।ব্যবসা-বাণিজ্যে কী পরিমান ধোঁকা দেয়া হচ্ছে, দ্বীনের হুকুমের উল্টো পথে ব্যবসা করা। হচ্ছে, তাও আমাদের অজানা নয়।শয়তান এবিষয়ে ইলম অর্জন করতে সাধারণ লোকদের গাফেল করে রাখে।

শয়তান মানুষকে জীএরি ইলম থেকে গাফেল করে রাখে।কারণ, অজ্ঞাতাই হলো শয়তানের ধোঁকার প্রথম স্তর।এই অজ্ঞাতার কারপণে মানুষ বহু গুনাহে জড়িয়ে যাবে, কিন্তু সে অনুধাবনই করতে পারবে না এমনকি তা থেকে ফিরে আসতে পারবে না।এজন্য প্রত্যেক কাজের পূর্বে ঐ বিষয়ে শরীয়তের হুকুম আহকাম জেনে নেওয়া ফরজ।

সাধারণ মানুষ বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে সুন্নাত কেবল ততটুকুই মনে করে,ছেলে-মেয়ে কবুল বলবে ব্যস এতটুকুই।অথচ বিয়েতে যে আরও অনেক সুন্নাত,হলাল,হারামের বিধান আছে এটা মানুষ জানেই না।শয়তান তাদেরকে জানতে দেয় না , একারণে যে, এসব মাসআলা জানলে প্রচুর আমোদ -ফুর্তির মাধ্যমে অসংখ্য মানুষকে গুনাহে লিপ্ত করা যাবে না।প্রচুর টাকা অপচয় করানো যাবে না।

বর্তামানে বিয়েগুলো যে পরিমানে অপসংস্কৃতি চর্চা হয় তা বলাই বাহুল্য।এ মানুষ গুলো নিষেধ করলে,বা জানালে যে এগুলো করা যায় না ইসলামে নেই তারা বলে একটু করলে কি হবে, আগে থেকো আমরা করে আসছি,গানের বিষয়ে বারণ করলে বলে বিয়ে হইতেছে একটু আনন্দ করবে না বাচ্চা মানুষ।কতটা অজ্ঞ হলে মানুষ এগুলো কে স্বাভাবিক ভাবে নেয়।শয়তান এখান থেকে ফায়দা নেয়।

সদ্য দ্বীনে ফেরা সাধারণ ব্যক্তিরা অনেক সময় ইবাদতের ক্ষেত্রে সংশয়ে ভোগেন।শয়তান তাদের মনে ওয়াসওয়াসা দেয়। ফলে তারা ইবাদত আদায় হওয়া নিয়ে প্রচুর দ্বিধায় ভোগেন। কেউ কেউ একটা কাজ বারবার করেন।এভাবে কখনো কখনো আমলটিই বাতিল হয়ে যায়।এ জন্য কেউ কোনো ইবাদত সঠিক পদ্ধতিতে আদায়ের পর মনে ওয়াসওয়াসা এলে একে পাত্তা দেওয়ার দরকার নেই।ওয়াসওয়াসা শয়তানের ধোঁকার অর্ন্তভুক্ত। তবে এটা যদি বারবার হয় তাহলে অভিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।কেউ কেউ দ্বীনে ফেরার কিছুদিন পর শরুয়তের কোনো বিষয়ে মতামত দেয়া শুরু করেন!এর কারণ হলো,দ্বীনে ফেরার পর প্রথম প্রথম বেশ কয়েক মাস আমলের প্রতি অন্য সবার তুলনায় অনেক বেশি আগ্রহ- উদ্দীপনা থাকে ।তার চারপাশের মানুষের তুলনায় নিজেকে অনেত বেশি ইবাদত করতে দেখে অনেক সময় আত্মবিমুগ্ধতা তৈরি হয়,আর এটা খুবই ভয়ংকর ।তখন শয়তান ধোঁকা দেয়, আমি মনে হয় দ্বীনের ব্যাপারে বেশ অভিজ্ঞ হয়ে গিয়েছি।

হকের বিষয়ে শয়তানের নেক সুরতে ধোঁকা

ইসলামী শরীয়তে হকসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত। ১. আল্লাহ পাকের হক। ২. বান্দার হক। আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে যদি বান্দার কোনো ত্রুটি হয়ে যায়; আর সে তওবা করে নেয় অথবা ক্ষেত্র বিশেষে তওবা ছাড়াও যদি আল্লাহর মর্জি হয়; তবে সে ক্ষমা পেতে পারে। কিন্তু বান্দার হকের ব্যাপারে কেউ ত্রুটি করলে সেটা আল্লাহ ক্ষমা করেন না; যতক্ষণ না অপরাধী নিজেই হকদারের সাথে লেনদেন সাফ করে নেয়|

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন,একজন মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের ছয়টি হক আছে । প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! সেগুলো কী কী? তিনি বলেন, (এক) সাক্ষাতে সালাম বিনিময় করা। (দুই) আমন্ত্রণ করলে গ্রহণ করা। (তিন) উপদেশ চাইলে উপদেশ দেওয়া। (চার) হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে জবাe ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা। (পাঁচ) অসুস্থ হলে সাক্ষাৎ করে খোঁজ-খবর নেওয়া। (ছয়) মৃত্যুবরণ করলে জানাজায় উপস্থিত|(মুসলিম, হাদিস : ৪০২৩)

এই হকের বিষয়ে শয়তান মানুষকে উদাসিন রাখে।নিজ আত্নীয়দের হক আদায় করে না প্রতিবেশীর হক।কোন আত্নীয় অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যেতে চাইলে মনে হয় পরে যাব,বেশি অসুস্থ হয় নাই ।আবার কখন এটা মনে করিয়ে দেয় তার সাথে মনমালিন্যর কথা,এটা মনে হওয়ার পর তাকে আর দেখতে যাওয়া হয় না ।এটা যে শয়তানের ধোঁকা সেটা অনেকে বুঝতে পারে না ।এতে আত্নীয়তার সম্পর্ক দিন দিন নষ্ট হয়ে যায়। অনেক আত্নীয় খোঁজ খবর নেয় না সময় হয় না এই অজুহাতে।

প্রতিবেশির হকের বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বার বার কঠিন ভাবে সর্তক করেছেন,

প্রতিবেশীর খোঁজ খবর রাখা ঈমানের দাবি

হযরত ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঐ ব্যক্তি মুমিন নয় যে পেটপুরে খায় অথচ তার পাশের প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে। (মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস ২৬৯৯; আল আদাবুল মুফরাদ, হাদীস ১১২)

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, অনেক প্রতিবেশীই এমন আছে, যাদের দেখে বোঝার উপায় নেই যে, তারা অভাবে দিন কাটাচ্ছে। আবার আমার কাছে কখনো চাইবেও না।কুরআন মাজীদে এদেরকে মাহরূম বলা হয়েছে,

সূরা যারিয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, (অর্থ) এবং তাদের সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও মাহরূমের (বঞ্চিতের) হক। (সূরা যারিয়াত : ১৯)

এক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য, নিজে থেকে তাদের খোঁজ খবর রাখা এবং দেওয়ার ক্ষেত্রে এমন পন্থা অবলম্বন করা, যাতে সে লজ্জা না পায়। এজন্যইতো যাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে এটা বলে দেয়া জরুরি নয় যে, আমি তোমাকে যাকাত দিচ্ছি; বরং ব্যক্তি যাকাতের যোগ্য কি না এটুকু জেনে নেয়াই যথেষ্ট।

আর আমি প্রতিবেশীর প্রয়োজন পুরা করব তাহলে আল্লাহ আমার প্রয়োজন মিটিয়ে দিবেন এবং আমার সহায় হবেন।

হাদীস শরীফে এসেছে, যে তার ভাইয়ের প্রয়োজন পুরা করে আল্লাহ তার প্রয়োজন পুরা করেন। (সহীহ বুখারী,হাদীস ২৪৪২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৮০)

অনেকে প্রতিবেশি সাথে এমন আচরণ করে যেটা সহ্য করা অনেক কষ্ট কর।তাদের কোন কিছু ক্ষতি হলে সেদিকে কোন খেয়াল নেই।শয়তান এ হক আদায় করতে মানুষকে নানা রকম যুক্তি দিয়ে বাঁধা দেয়।আল্লাহ আমাদের শয়তানের নেক সুরতের ধোঁকা থেকে হিফাজত করুন।আমিন।

পর্দা করা নিয়ে শয়তানের নেক সুরতে ধোঁকা

পর্দা বা হিজাবের বাংলা অর্থ আবৃত করা, ঢেকে রাখা, আবরণ, ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত যে আড়াল বা আবরণ রয়েছে তাকে পর্দা বলা হয়।

পর্দা ইসলামের সার্বক্ষণিক পালনীয় অপরিহার্য বিধান। কোরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি বিধানের মতো সুস্পষ্ট এক ফরজ বিধান।পর্দা নারী-পুরষ উভয়ের জন্যই ফরজ।

পর্দার বিধান সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন,

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিনদের নারীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আহযাব : ৫৯)

وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

তারা যেন গ্রীবা ও বক্ষদেশ মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। ... (সূরা নূর : ৩১)

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন,

يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله :وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مورطهن فاختمرن بها.

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা প্রথম শ্রেণীর মুহাজির নারীদের প্রতি দয়া করুন। আল্লাহ তাআলা যখন

وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

আয়াত নাযিল করলেন তখন তারা নিজেদের চাদর ছিঁড়ে তা দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করেছিলেন।-সহীহ বুখারী ২/৭০০

পর্দা একটি ফরজ বিধান হওয়া সত্তেও এটা কে সবাই আমলে নেয় না।কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বার বার আদেশ করেছেন।হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্তক করেছেন এতো সর্তক করার পরও মানুষ পর্দাকে আমলে নেয় না ।অনেকে দ্বীনের বুঝ আসার পরে পুরোপুরি পর্দা শুরু করেন ।আবার অনেকে পর্দা করা নিয়ে শয়তানের নেক সুরতের ধোঁকায় পড়ে যায়।তারা মূলত পরিপূর্ণ পর্দা করেন না অর্থাৎ তারা গায়রে মাহারাম মেনে চলেন না ।তারা বাড়ির বাহিরে বের হলে পূর্ণ পর্দা করেন কিন্তু বাড়িতে সবার সাথে দেখা দেন।তাদের পূর্ণ পর্দার কথা বললে বলে বিয়ের পরে করব।বিয়ের পর স্বামী সাপোর্ট করবে তখন করব।কিন্তু তারা যেমন টা ভেবে রাখে তা আর কখনই সম্ভব হয়ে উঠে না ।বরং বিয়ের পর পরিবেশ পরিস্থিতি ভিন্ন হয়ে যায় ।যার কারণে আর পর্দা করা হয়ে উঠে না ।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, নারী পর্দাবৃত থাকার বস্তু। যখন সে পর্দাহীন হয়ে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়। (তিরমিজি, হাদিস : ১১৭৩)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট তারাই, যারা পর্দাহীনভাব চলাফেরা করে। (বায়হাকি, হাদিস : ১৩২৫৬)

তাই আমি মনে করি দ্বীনের বুঝ আসার সাথে সাথে পর্দাসহ সকল ফরজ বিধান গুরুত্বের সাথে আদায় করা ।শয়তানের ধোঁকা থেকে সর্বোচ্চ সচেতন থাকা।আল্লাহ তায়ালা আমাদের হিফাজত করুন।আমিন।

শয়তানের ধোঁকায় পরিবার ব্যবস্থা

বর্তমান সমাজে মানুষের জিবন ব্যবস্থা দুনিয়া কেন্দ্রীক ও ব্যক্তি কেন্দ্রীক হয়ে গেছে।সবাই শুধু নিজের পরিবারের কথা ভাবে। কেমন পোশাক পড়বে ,কেমন খাবার খাবে এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।কেউ আবার নামাজ রোজা করেই ক্ষান্ত হন।তাদের দেখে এটাা মনে হয় এ গুলা করার জন্যই কি আল্লাহ তায়ালা পাঠাইছে? তারা নিজেদের নিয়ে অথচ দ্বীন ইসলামের কত গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে আছে সেদিকে কোন খেয়াল নেই ।এ উম্মাহ নিয়ে ফিকির করা, .জিহাদ করা এগুলো বাদ দিয়ে তারা দুনিয়াতে মজে আছে।তারা ভাবে অন্যরা করবে কত মানুষ আছে এগুলো করার জন্য আমি না করলেও চলবে।মুলত এটাই শয়তানের ধোঁকা ।

তথ্যসূত্র

১)নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা––মাওলানা তানজীল আরেফীন আদনান হাফিঃ

২) নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা––আল্লামা ইবনুল জাওযী রহঃ

৩)মাসিক আল কাউসার

৪)আই ফতোয়া

5) https://www.jagonews24.com/religion/islam/818080

6)Kv‡ji KÚ

7)https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2024/07/06/1403729